যুব সম্মেলন ২০১৮

বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০
তারুণ্যের প্রত্যাশা

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh
এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

১৪ অক্টোবর ২০১৮
কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সমান্তরাল অধিবেশন (৪)

মানসম্মত শিক্ষা

মানসম্মত শিক্ষা

বর্তমান যুব সমাজের অবস্থা, সুযোগ, সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় করণীয়

মানসম্মত শিক্ষা এবং যুব সমাজের সম্পৃক্ততা

- দক্ষ মানবসম্পদ তৈরিতে মানসম্পন্ন শিক্ষা
- দেশের উন্নয়নে এবং সামাজিক কাঠামো বিনির্মাণে যুব সমাজের ভূমিকা
- পেশায় গুণগত শিক্ষা

মানসম্মত শিক্ষা এবং যুব সমাজের সম্পৃক্ততা

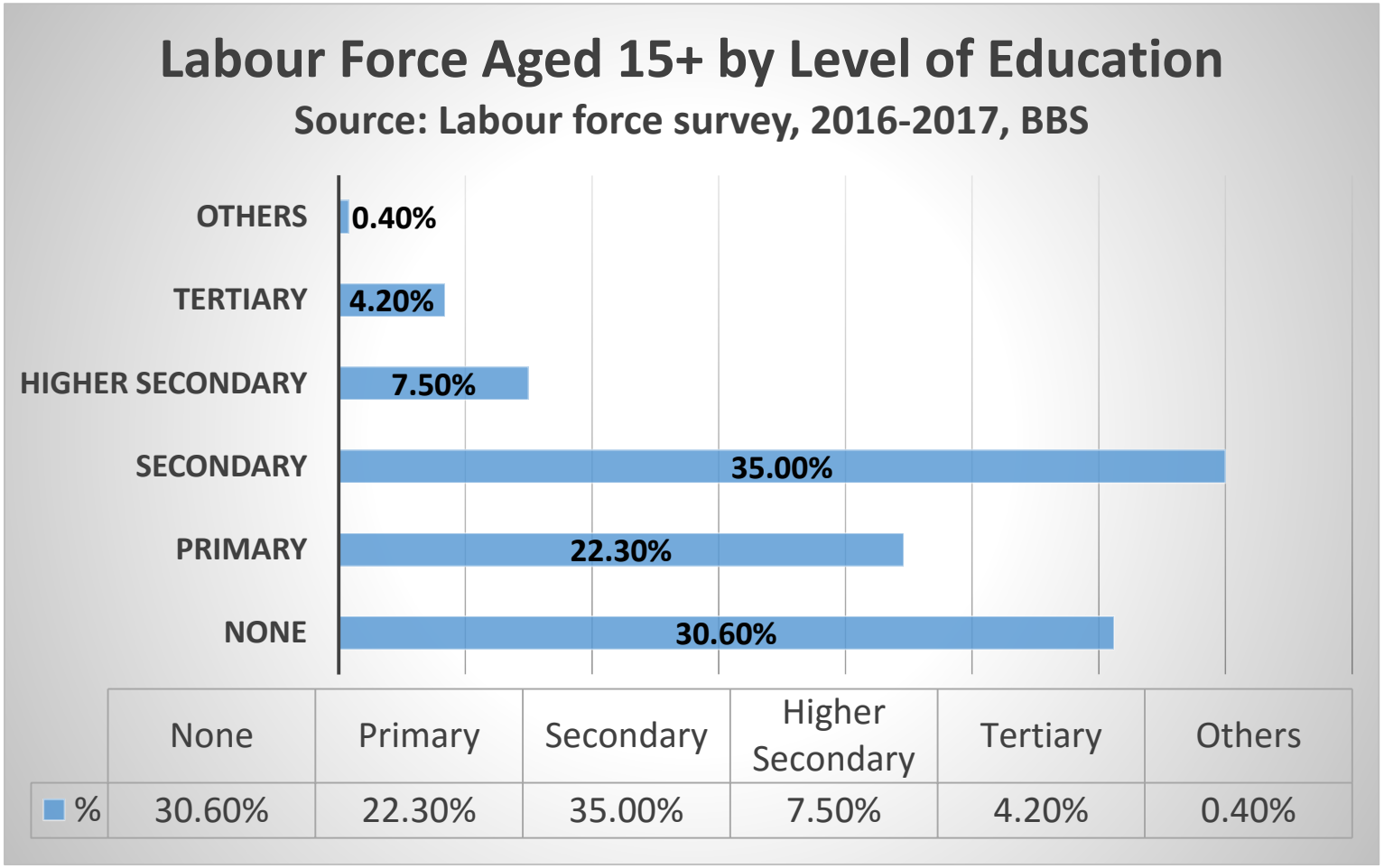

	None	Primary	Secondary	Higher Secondary	Tertiary	Others
%	30.60%	22.30%	35.00%	7.50%	4.20%	0.40%

মানসম্মত শিক্ষার নিশ্চিতকরণে অভীষ্ট বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহঃ

- প্রয়োজনীয় সংখ্যক মানসম্পন্ন শিক্ষকের অভাব;
- শিক্ষকতা পেশায় দক্ষ জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে অনীহা (অর্থ উপার্জন সংক্রান্ত কারণে);
- উচ্চ শিক্ষায় কিছু ডিসিপ্লিনে যুগ উপযোগী কারিকুলামের অভাব;
- মাঠ পর্যায়ে শিক্ষা কর্মকর্তার অভাব, যিনি বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরীবীক্ষণরতঃ মান উন্নয়নে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা দিবেন;
- শিক্ষার্থীভিত্তিক মনিটরিং ও ট্র্যাকিং এর অভাব যার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর সুনির্দিষ্ট সমস্যা দূরীকরণে বিশেষ পদক্ষেপ নেয়া যেত;
- ব্যাপকহারে যোগ্যতাভিত্তিক ও দক্ষতাভিত্তিক উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, বৃত্তি ও কারিগরী শিক্ষার অভাব যার মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া, ঝরে পড়া শিশুরা বিভিন্ন আয়সৃজন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হতে পারতো;
- দুর্নীতি, যার কারণে মেধাপাচার হয়ে যাচ্ছে;
- শিক্ষকদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞান বাস্তবায়নে অনীহা।

ইতিমধ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

- ব্যাপকহারে শিক্ষকদের পেশাভিত্তিক এবং তথ্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে;
- কম্পিউটার সাক্ষরতাকে নিশ্চিত করার জন্য পৃথক ডিসিপ্লিন হিসেবে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার কারিকুলামে ‘তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি’ বিষয়ের অন্তর্ভুক্তিকরণ করা হয়েছে।

ভবিষ্যতের করণীয়সমূহ নিয়ে যুব সমাজের ভূমিকা ও নীতি-নির্ধারণী পরামর্শ

- প্রতিটি-শিশু/ যুবক-কেন্দ্রিক মনিটরিং সেল গঠন;
- উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা (দূরশিখন ও চাহিদা ভিত্তিক মানসম্পন্ন অনলাইন কোর্স) ও কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার (পশ্চাদপদদের কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় স্থানান্তর) ব্যাপক প্রসার
- পারিবারিক পরিকল্পনার ক্ষেত্রে উপজেলাভিত্তিক নিয়মিত সেশনের আয়োজন;
- গুণগত শিক্ষার প্রসার ও প্রচারে প্রয়োজন গুনগত শিক্ষকের;
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত জ্ঞানের বাস্তবায়ন
- মেধা পাচার রোধে দুর্নীতির মূলোৎপাটন ঘটাতে হবে;

উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ

- গবেষণা কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার এবং প্রকাশনা;
- কারিকুলামে বাধ্যতামূলকভাবে ইন্টার্নশিপের ব্যবস্থা রাখা;
- কারিকুলামে উদ্যোক্তা হবার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা সংযুক্ত করা;
- উচ্চ শিক্ষায় ইংরেজি শিক্ষাকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার (অন্তত উত্তরপত্র লেখার ক্ষেত্রে) করা
- বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে তাদের কার্যক্রম অনুযায়ী সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে প্রতি বছর কমপক্ষে ১-২ জনকে অন্তত ১ বছরের জন্য শিক্ষা সমাপন্তে চাকুরির ব্যবস্থা করা;
- প্রত্যাশিত ফলাফল অর্জন না করতে পারা শিক্ষার্থী, ঝরে পরা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন আয় সৃজন কার্যক্রমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- মাল্টি-ডিসিপ্লিনারি কারিকুলামের বাস্তবায়ন;
- বর্তমান জব মার্কেট, নিয়োগকর্তাদের চাহিদা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একই বিষয়বস্তুর শিক্ষাধারা কি তা বিবেচনায় নিতে হবে।
- শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমনভাবে সাজাতে হবে যেন, শিক্ষা শুধুমাত্র পেশাগত দায়িত্ব পালনের জন্য না হয়ে বরং বিভিন্নমুখী সমস্যা সমাধানমুখী হয়।

এছাড়াও গুণগত শিক্ষার নিশ্চিতকরণে মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার কারিকুলামে ২১ শতকীয় শিক্ষা ব্যবস্থার আন্তঃসাংস্কৃতিক দক্ষতা এবং ৬টি মূল দক্ষতার (ডিজিটাল সাক্ষরতা, সূক্ষ্ম চিন্তন দক্ষতা এবং সমস্যার সমাধানের ক্ষমতা বৃদ্ধি, সৃজনশীলতা ও চিন্তন শক্তি বৃদ্ধি, শিক্ষার্থী নেতৃত্ব, যোগাযোগ এবং সহযোগিতার দক্ষতা বৃদ্ধি, নাগরিকত্ব-বোধ বৃদ্ধি) প্রতিফলন থাকতে হবে যেন ২১ শতকীয় বৈশ্বিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীরা নিজেদেরকে যোগ্য করে তুলতে পারে।

ধন্যবাদ সবাইকে